বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের বিরুদ্ধে আমি ছিলাম না- ছিলাম ভারতীয় আগ্রাসনের বিরুদ্ধে ...ড. হেনরী কিসিঞ্জার।

টোকিওতে গত ১ এপ্রিল জাপান সরকারের Foreign Press member ও জাপান থেকে প্রকাশিত বাংলা কাগজ "পরবাস" সম্পাদক কাজী ইনসান এর সাথে সাক্ষাৎকারে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সবচেয়ে আলোচিত সাবেক Secretary of State, এক সময়ের হাভার্ড এর প্রফেসর ও শান্তিতে নোবেল বিজয়ী ড. হেনরী কিসিঞ্জার (৮৪) বলেন, মার্কিন পলিসি ছিল ভারতীয় আগ্রাসন ঠেকানোর।

ড. হেনরী কিসিঞ্জার সহ প্রবাসী সাংবাদিক কাজী ইনসান ও Waseda University র প্রেসিডেন্ট Mr. KATSUHIKO SHIRAI

১৯৬৯ থেকে ১৯৭৭ পর্যন্ত U. S. Foreign Policy নিয়ে কিসিঞ্জারের ভূমিকা ছিল সর্বাধিক। মার্কিন-চিন সম্পর্কের উন্নতি ও পরবর্তীতে ভিয়েতনাম যুদ্ধের অবসানে তার ভূমিকার জন্য তার নোবেল পুরষ্কার প্রাপ্তি।

ঝটিকা সফরে ড. কিসিঞ্জার চীন সফরের পথে মাত্র ক'ঘন্টা ছিলেন টোকিওতে। উদ্দেশ্য জাপানের মর্যাদাবান Waseda University থেকে সম্মান জনক Doctor of Law গ্রহণ। Waseda University ১৯৫৭ সাল থেকে এই সম্মান জনক পদক দিয়ে আসছে। প্রথম বছর এই সম্মান পান ভারতের পন্ডিত জওহরলাল নেহেরু ও Waseda Alomini ও জাপানের প্রধানমন্ত্রী Tanzan ISHIBASHI |

১৯৬৯ সালে শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধি ও ১৯৯৭ সালে বাংলাদেশের শেখ হাসিনা এই সম্মান পেয়েছেন। নেলসন ম্যান্ডেলা এবং বিল গেটস ও এই সম্মান পেয়েছেন। জাপানের এই মর্যাদা সম্পন্ন সম্মানের জন্য ড. হেনরী কিসিঞ্জার ছিলেন ১০৭ তম ব্যক্তি।

সকালের সেশন শেষেই ড. হেনরী কিসিঞ্জার সংক্ষিপ্ত প্রেস কনফারেন্স এ সাংবাদিকদের মুখোমুখি হন। বাংলাদেশ নামটি দেখেই তিনি বাংলাদেশ-বাংলাদেশ বলতে থাকেন এবং ড. মোহাম্মদ ইউনুসের নোবেল বিজয়ের কথা বলেন।

বাংলাদেশের একমাত্র সাংবাদিক কাজী ইনসানকে তিনি প্রথম প্রশ্ন করতে বলেন।

- কাজী ইনসান-(প্রশ্ন ০১) ঃ ১৯৭১ সালে আপনি আমাদের স্বাধীনতা যুদ্ধের বিরুদ্ধে ছিলেন।

- ড. হেনরী কিসিঞ্জারঃ (সরাসরি এ প্রশ্নে একটু বিব্রত হন, পরে নিজেকে সামলিয়ে নিয়ে বলেন) জেন্টলম্যান, কথাটা সঠিক নয়-আমরা ভারতীয় সেনাবাহিনীর কোন সৈন্য বাংলাদেশে প্রবেশের বিপক্ষে ছিলাম।

- কাজী ইনসান-(প্রশ্ন ০২) ঃ আমাদের ইতিহাস কিন্তু আপনাকে সেভাবেই জানে এবং গনহত্যাকারী পাকিস্তানীদের আমেরিকান সমরাস্ত্র সহযোগীতার কথাটাও মিথ্যা নয়।

- ড. হেনরী কিসিঞ্জারঃ_ পাকিস্তানীদের প্রতি কিছুটা সহযোগীতা থাকলেও পরবর্তীতে আমরা তা প্রত্যাহার করি। স্বাধীন বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়া হয়।

- কাজী ইনসান-(প্রশ্ন ০৩) ঃ স্বাধীনতা উত্তর পরবর্তী সরকারকে আপনি ÒBottomless BasketÓ বলেছিলেন'।

- ড. হেনরী কিসিঞ্জারঃ বাক্যটি ওভাবে বলেছি কিনা মনে নেই। তবে সে সময় দুর্নীতির কারনে দেশটির পুনর্গঠন কাজ বাঁধাপ্রাপ্ত হয়েছিল সেটা সত্যি।

- কাজী ইনসান-(প্রশ্ন ০৪) ঃ বাংলাদেশ সম্পর্কে আপনার মন্তব্য কি?

- ড. হেনরী কিসিঞ্জারঃ_ভৌগলিক কারণে বাংলাদেশকে অনেক প্রতিকূলতা দেশটির উন্নয়ন বাঁধাগ্রস্ত করেছে। আমি জাপানে আসি প্রথম ১৯৫১ সালে। আজ ৫৬ বছর পর যে জাপানকে দেখছি, তা কিন্তু সম্ভব হয়েছে সঠিক নেতৃত্বের জন্যেই। বাংলাদেশসহ অনেক দেশেই এই নেতৃত্বের ঘাটতি আছে। তবে সামান্য হলেও বাংলাদেশ এগুচ্ছে। প্রতিবেশী দেশ ভারত, চীন তো অনেক এগিয়েছে, এখন সময় এশিয়ার।

- আমি আশাবাদী বাংলাদেশের সাফল্য কামনা করি। তোমার দেশবাসীকে জানিও আমি তাদের স্বাধীনতা যুদ্ধের বিরুদ্ধে ছিলাম না। এ বিষয়ে আমার প্রয়োজনীয় সব Documents আছে।

Press Conference এর (মাঝখানে জাপানী Interpreter)

উল্লেখ্য–Press Conference এর নির্দিষ্ট ২৫ মিনিটের ১৫ মিনিটই ছিল বাংলাদেশ প্রসংঙ্গ। প্রশ্নোত্তর পর্বটি জাপানী টিভিতে প্রচার করা হয়, এবং Fuji TV সহ অন্যান্য Media বাংলাদেশের প্রশ্নোত্তর পর্বটি ধারণ ও প্রচার করে।

– জাপান থেকেঃ কাজী ইনসান–সম্পাদক, পরবাস। টোকিও, জাপান।

অনুলেখক–
সাইফ মুন্না
বিভাগীয় সম্পাদক/মরুপলাশ
৬ এপ্রিল ২০০৭ইং
শুক্রবার, চৈত্র ২২, ১৪১৩বাঙলা